R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/RNP—214

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে

ষ্টিল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে চৈত্র, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৪ঠা এপ্রিল, ২০০১ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৪০ টাকা

এখন কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে, এরপর ইলেকট্রনিক ভোটযন্ত্রের প্রদর্শনী শুরু হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে এখনও কোন্দল চললেও বর্তমানে পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে প্রসাশনিক ভোট প্রক্রিয়া। এর মধ্যে সম্ভাব্য নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে বলে মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিক জানান। তিনি বলেন, গত ২১ মার্চ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়ে গেছে। এরপর আবার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বুথ এজেন্ট, পোলিং ও প্রিজাইডিং অফিসার এবং সাংবাদিকদের নিয়ে ইলেকট্রনিক ভোট যন্ত্রে ভোট গ্রহণের প্রদর্শনী করা হবে। এছাড়া সাধারণ ভোটারদেরও ইলেকট্রনিক ভোটযন্ত্র দেখানো হবে। সেক্ষেত্রে তিনটি বা চারটি বুথের কেন্দ্রস্থলে কোন ক্লাব বা স্কুল ঘরে ঐ যন্ত্র রেখে ভোটদান পদ্ধতি ভোটারদের স্বচক্ষে দেখানো হবে। মহকুমা শাসক আরও জানান, জঙ্গিপুর মহকুমাতে এবারেও গত নির্বাচনের মতোই ৯৫৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকছে। প্রতি কেন্দ্রে চারজন করে ভোটকর্মী থাকবেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকে এবার মাত্র এক শতাংশ ভোটার মহকুমায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়।

সুভাষ দ্বীপে জঙ্গিপুর পুরসভার নব সংযোজন সর্পোদ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট লাগোয়া ভাগীরথীর বুকে নেতাজী সুভাষ দ্বীপে সর্পোদ্যান করে বালির চরে পর্যটকদের আকর্ষণের আরও এক নতুন সংযোজন করল পুরসভা। গত ৩১ মার্চ সকালে জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে সর্প প্রদর্শনী ও তৎবিষয়ক আলোচনা সভায় হাজির ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক জঙ্গিপুরের সন্তান ডাঃ অমিয় হাটী, উঃ ২৪ পরগণার বিখ্যাত সর্প বিশেষজ্ঞ দীপক মিত্রের ভাই রামপ্রসাদ মিত্র ছাড়া পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যসহ পুরসভার কমিশনাররা। সভার সভাপতি মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'এই দ্বীপকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সেরা পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষেই আজ এই সর্পোদ্যানের সূচনা। শীতের মরশুমে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুর এলাকায় আবার জলকষ্ট শুরু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার ১৭, ১৮ ও ১৯ নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় গরম পড়ার আগেই জলকষ্ট শুরু হয়েছে। জলস্তর নেমে যাওয়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে পাম্প অচল হতে বসেছে। এতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা পুরসভার পাম্পিং ষ্টেশনের জল উত্তোলনকেই দায়ী করছেন। তাঁদের অভিযোগ পুরসভা রঘুনাথগঞ্জ পারে যে জল সরবরাহ করে তা মানুষের কোন কাজে আসে না। অথচ পাম্পিং ষ্টেশনে জল উত্তোলনের ফলে গতবারের মতো এবারও জলকষ্ট শুরু হয়েছে। গরম বাড়লে এ কষ্ট আরও তীব্র হবে বলে পুরবাসীরা পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। গত ফেব্রুয়ারী '২০০০ বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী এই জল সরবরাহের (শেষ পৃষ্ঠায়)

আসন রফার ধাক্কায় কংগ্রেসের হাবিবুর-সোহরাব নাকি বাদ পড়ছেন, অন্যদিকে বিজেপির চিত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা বিধানসভার দুটো নিরাপদ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের আসন রফার ধাক্কায় সম্ভবতঃ বাদ যাচ্ছেন জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমান ও সুতী কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব। এই দুটো (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরের বহু নিন্দিত ডাক্তার তাপস ঘোষ বদলী হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বহু বিতর্কিত ও নিন্দিত সার্জেন ডাঃ তাপস ঘোষ অবশেষে বদলী হলেন। গত মাসে সি এম ও এইচের বিশেষ নির্দেশে ডাঃ ঘোষকে বহরমপুরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বিতর্কিত এই ডাক্তারের অবহেলায় কয়েক বছর আগে সামান্য এপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের সময় জঙ্গিপুরের জনৈক (শেষ পৃষ্ঠায়)

টেলিফোনের ভুতুরে বিল ও কর্মীর দুর্নীতি পাশাপাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফোন নম্বর এস কে ৬৫৪৩৩, নাম নুর ইসলাম, পিতা আলতাব হোসেন, মুকুন্দপুর, পোঃ দয়ারামপুর ঠিকানায় সম্প্রতি একটি ভুতুরে টেলিফোন বিল এসেছে। তাতে টেলি দপ্তরের গত নভেম্বর ২০০০ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০১ পর্যন্ত মোট বিলে ৬০৯ টাকা উল্লেখ আছে। অন্যদিকে নুর ইসলামের মতো মুকুন্দপুর গ্রামের সাতজন গ্রামবাসী (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)

দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)

প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ হা জল ॥

আকাশে মা'ঝ মাঝে অল্প-স্বল্প টুকরা টুকরা মেঘ সঞ্চার হইতেছে। ইহা মাত্র কয়েকদিন ধরিয়াই হইতেছে। বেলা বাড়িতেই মার্তণ্ড-দেবের খরতাপ ক্রোধ বর্ষণ করিতেছে। মেঘ দেখিয়া চাষীদের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে; কিন্তু আশা স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতেই গভীর হতাশার অন্ধকার মনের অবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। বিভিন্ন ফসল বিশেষ করিয়া বোরো ধান মার খাইতেছে। অবশ্য ডীপ টিউবওয়েল বা গভীর নলকূপের দাক্ষিণ্য যেখানে রহিয়াছে; সেখানে দুশ্চিন্তার প্রশ্ন থাকিবার কথা নহে। তথাপি সর্বস্তরে উদ্বেগ দেখা দিয়াছে।

ইহার কারণ প্রায় সাত মাস ধরিয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টিপাত নাই। গত মার্চ মাসে দুই-একদিন সামান্য ছিটাফোঁটা বৃষ্টিবিন্দু পড়িয়াছিল; তাহা আম-লিচুর গুটির পক্ষে সহায়ক ছিল। জমির কোনও উপকারে লাগে নাই; ভূগর্ভস্থ জলস্তরেরও কোন উন্নতি তাহাতে ঘটে নাই।

বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচণ্ড জলাভাব দেখা দিয়াছে। খাল-বিল শুকাইয়া গিয়াছে। নলকূপসমূহ স্থানে স্থানে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি চাষের জন্য সেচ পাম্পও কাজ করিতেছে না। শুধু গ্রামাঞ্চলই নয়, শহরাঞ্চলেও সাধারণ নলকূপ ও গভীর নলকূপগুলি হইতে পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। তৃষ্ণার জলের জন্য সর্বত্র হাহাকার, চাষের জলের কথা ভাবাও যায় না।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে পানীয় জলের সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার নলকূপ ও গৃহস্থ বাড়ির নলকূপ হইতে জল উঠিতেছে না বলিলেই হয়। পুরসভা হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা জঙ্গিপুর শহরে যেমন, এখানে তেমন সুবিধা নাই। কয়েকটি ডীপ টিউবওয়েল মারফৎ অতি সীমিত স্থানে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা নাকি হইয়াছে। কিন্তু তাহা জনসাধারণের জলাভাব দূর করিতে পারিতেছে না। ভূগর্ভস্থ জলস্তর এমনিতেই যথেষ্ট নামিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিহীনতা, চাষের কাজে প্রচুর ডীপ টিউবওয়েলের ব্যবহারের ফলে জলসঙ্কট। তদুপরি গঙ্গার জলদানের যে দাক্ষিণ্য সরকার বাংলাদেশ সরকারকে দেখাইয়াছেন, তাহা এই রাজ্যের জলাভাবের আর একটি মুখ্য কারণ। ফলতঃ এখন মানুষকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে।

খুব সম্প্রতি কলিকাতা অঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গে ভালরকম বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু তাহা এই মহকুমার জলকষ্ট নিবারণে আদৌ কার্যকর নহে। সুতরাং এপ্রিল মাসের মধ্যে ভারী ধরনের বৃষ্টি না হইলে এখানকার জলস্তরের উন্নতি হইবে না; পানীয় জল বা অন্য ব্যবহারের জল পাওয়া অতি সুকঠিন হইবে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের সব ওয়ার্ডগুলিতে কীভাবে জল সরবরাহ করা হইবে, তাহার কোনও স্বস্তিকর ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং.... !

হাবিবুর সাহেবরা জানাবেন কি ?

তুলসীচরণ মণ্ডল

জঙ্গীপুর বিধানসভায় পরপর কয়েকবছর মহঃ হাবিবুর রহমান সাহেব পাশ করে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় গিয়েছেন। এটা ঠিক স্থানীয় জনগণ কংগ্রেসকে সত্যিকারেই ভালবাসেন এবং সেইজন্য ভোট দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে জিতিয়েও দেন। এতে কিছু অন্যায় দেখি না। কিন্তু প্রশ্নটা অন্যখানে। সেটা হচ্ছে অতীতে হাবিবুর রহমান সাহেব স্থানীয় এলাকার কি কি ন্যায্য দাবী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সোচ্চার হয়েছেন সেটা যদি জানান, তবে খুব ভাল হয়। তার আগে ছোট্ট পুস্তিকা বের করে বা বড় হ্যাণ্ডবিল করে কংগ্রেস হতে যদি জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, জঙ্গীপুর বিধানসভা এলাকার সমস্যাই বা কি আর এগুলির সমাধানই বা কি? এটা ভোটদাতাদের জানার অধিকার আছে। এটা গণতন্ত্রের সত্যিকারের নিয়ম। আমার তো ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চল খুবই সমস্যাপূর্ণ—এক কথাই সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ। এখানে না আছে তেমন কোন শিল্প—না আছে উন্নয়ন। অথচ প্রতি বৎসর ভোট উৎসব হচ্ছে। জনসাধারণ নির্বিচারে ভোট দিয়ে চলেছেন। ভারতে যতদিন সাংবিধানিক গণতন্ত্র থাকবে ঠিক ততদিন এই ভোট পর্ব—উৎসবও চলতে থাকবে? আর শুধু হাবিবুর সাহেবকেই বা কেন? অন্যদের কাছ হতেও আমরা জানতে আগ্রহী। আবুল হাসনাৎ (চন্দনকে) ও তৃণমূলের ফুরকান সাহেবকে ঠিক একই প্রশ্ন করছি। তাঁরাও জানান দয়া করে লিখিত আকারে। এতদ্-অঞ্চলের সমস্যাগুলি মূলত কি? আর সেগুলিরও সমাধান আপনারা ঠিক কিভাবে করবেন বিধানসভায় গিয়ে। নাকি খাঁটি সরিষার তেল নাকে টেনে শুয়ে থাকবেন সকলে। কারণ আমাদের প্রতিটি জনগণেশের প্রত্যেকটি ভোট অমূল্য। ভোটের কদিন আগেই বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি করবেন আপনারা। আপনাদের কথার ফুলঝুরিও ছুটবে বিভিন্ন নির্বাচনী সভার যাত্রানুষ্ঠানে। যেটা নিয়মমাফিক প্রতি নির্বাচনের আগে হয়ে থাকে। তবে এটা ঠিক একমাত্র জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জ শহরে কিছু কিছু উন্নয়নের কর্মসূচী চোখে পড়ার মত। সেই কৃতিত্বের দাবীদার নিশ্চিৎভাবেই জঙ্গিপুরের পুরপিতা। কিন্তু তিনি তো প্রার্থী হননি। নইলে দু' হাত তুলে সব ভোট তাঁর বাক্সে ভরে দিতাম। তবে এটাও ঠিক আশে-পাশের গ্রামগুলো শাসক পার্টির জ্বালায় এখনো জ্বলছে। গত দশ বছর ধরে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে কেশপুর গড়বেতার নাটক অভিনয় হয়ে গেছে। ত্রিমোহনীর রামেশ্বর, লালখাঁড়দিয়ারের লক্ষ্মী, বিভূতি, গণেশ, মানিক, মাখন, দিগম্বর, সহদেব, বসন্ত মণ্ডলেরা—রাধানগর চাঁইপাড়ার সীতানাথেরা, রাধানগর চামাপাড়ায় তনদের আত্মীয়দের বাড়ির লোকরা এখনো পর্যন্ত সে দাগ ভুলতে পারছে না। যাই হোক আমাদের দাবীকে মান্যতা দিয়ে দয়া করে জানান। আমরা পথ চেয়ে রইলাম'। অন্য দলের প্রার্থীদেরও একই অনুরোধ।

ছোট ঘটনা বড় আকারে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের বাবুপুর হাই মাদ্রাসায় এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২৮ মার্চ পরীক্ষা বন্ধ থাকে। খবর ঐ দিন মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্রের মেয়েদের টিটকারীর প্রতিবাদ করে ঐ মাদ্রাসারই কিছু বয়স্ক ছাত্র। এই নিয়ে দু' পক্ষের ছাত্রের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এই খবর গ্রাম পর্যন্ত গড়ালে একদল গ্রামবাসী মাদ্রাসায় চড়াও হলে পরিস্থিতি সামলাতে ঐ দিনের পরীক্ষা বন্ধ রাখেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। ছাত্র বা শিক্ষকের মাদ্রাসা চত্বরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরার কোন খবর পুলিশের কাছে নাই। তাই গ্রেপ্তারের কোন প্রশ্নও ওঠে না।

পানীয় জল অপচয় বন্ধ করুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে মা বোনদের এবং শহরবাসীর কাছে পানীয় জল অপচয় বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করছেন। রাস্তায় এবং কিছু কিছু বাড়ীতে বিশুদ্ধ পানীয় জল অযথা পাইপ দিয়ে গড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে। পানীয় জল অপচয় বন্ধে পুরপতি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

জঙ্গিপুরের কড়চা

॥ ঐতিহ্যের জলছবি ॥

ওকে চিনি আর নাই চিনি। তবে ওকে দেখতে পাই প্রতি সকালে তার নিজের দোকানে। তাও সেটা বড়সর নয়। একদিকে দোকানে সাজানো জিনিষপত্র। সেখানে রয়েছে একজন কম বয়সী যুবা। সারাদিন বিকিকিনি নিয়ে ব্যস্ত সে। আর তার পাশে সামান্য কিছুটা জায়গা নিয়ে একখানা বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একজন প্রৌঢ়। চুল তার কাঁচা পাকা, গায়ে গেরুয়া রঙের নামাবলী। ছোট্ট চৌপায়ায় ছোট আকারের একখানা বই রেখে সুর করে পড়ে চলেছেন, তার সাথে সাথে ছোট ছোট শব্দ তুলে করতালি। বোধ হয় পাঁচালি পড়ছেন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। প্রতিদিন সকালে তাকে দেখতে পাওয়া যায় পাঠরত অবস্থায়। হাসপাতালের গা ঘেসে বড় রাস্তার ধারে আর পাঁচ রকমের দোকানের মাঝে একটিতে। কৌতূহলী আমি সকালের বায়ুসেবী পথচারী, প্রাত্যহিক এই ছবিটা দেখে বিস্মিত হলাম। বিস্ময়ের আরো কারণ, প্রৌঢ়ের পাশে একটা মাদুরের উপর বসে একটা ছোট্ট ছেলে বর্ণবোধের অক্ষরগুলোকে অধিগত করে তোলার জন্য সরব। মাঝে মাঝে প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাকে সঠিক পাঠনায় সাহায্য করছেন। আর তারপরেই শতনামের সুর লহরী তুলে চলেছেন। মনে পড়ল ওয়াজেদ আলি সাহেবের সুবিখ্যাত রম্য রচনা 'ভারতবর্ষ'র বক্তব্যের কথাগুলো। কেমন যেন এক অদ্ভুত মিল। তফাৎ শুধু স্থানিক। সেটা ছিল কলকাতার আর এটা মফস্বল শহরের। এই শহরের বুকেও লেগেছে পরিবর্তনের ঢেউ। তার অঙ্গে লেগেছে বৈচিত্র্যের অঙ্গরাগ। গতি মন্থর জীবনযাত্রায় লেগেছে দ্রুততা আর ব্যস্ততা। শহরের আনাচে কানাচে চলেছে জোরকদম কর্মোদ্যোগ। ব্যস্ত বাসষ্ট্যান্ড, নির্মীয়মান সেতু, প্রমোদবিলাসী দ্বীপ, দৃষ্টি নন্দনযুক্ত মঞ্চ, দূরভাষ সংযোগকারী তারের ছয়লাপ। একদা শেয়াল ডাকা রাতের প্রহর, ঘুঘু ডাকা দিনের দুপুর আজ হারিয়ে গিয়েছে এ শহরের কর্ম ব্যস্ততায়। তারই মাঝে শ্রদ্ধেয় ওয়াজেদ আলি সাহেবের চোখ দিয়ে দেখি প্রকৃত ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট ছবি— অন্তরঙ্গ ছবি। ঐতিহ্যের অপরিবর্তনীয় জলছবি।

প্রধানের বিরুদ্ধে লুঠতরাজের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুস্তম সেখ ও আরো ২৫ জনের বিরুদ্ধে গত ৮ মার্চের ঘটনায় গ্রামে লুঠতরাজ ও ভাঙ্গচুরের অভিযোগ আনে সি পি এমের আলি হোসেনসহ কয়েকজন গ্রামবাসী রঘুনাথগঞ্জ থানায়। অন্যদিকে প্রধান রুস্তম আলি অভিযোগ করেন সি পি এমের আলি হোসেন বোমা বাঁধতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে দলবল নিয়ে প্রাচীর টপকাতে গিয়ে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে যায়। এই ঘটনাকে ঢাকতে সিপিএম পুলিশের কাছে প্রভাব খাটিয়ে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ করে। আমি সিপিএম থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধান পদ পাওয়ায় ওরা বিভিন্নভাবে আমাকে হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র করছে।

Notice

I Serajuddin Sk. hereby declare that my Peerless Certificate No. 50033804 pertaining to Berhampore Branch has been lost from my custody since September 2000. I have applied to the authority to issue me a duplicate Certificate. If there is any objection or claim from anybody please raise within 30 days hereof.

মিঞাপুরের রক্ষাকালীর গয়না চোর ধরা পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও মিঞাপুরে রক্ষাকালীর পুজো গত ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রাণ মানুষের ভিড় সামলাতে উদ্যোক্তাদের হিমসিম খেতে হয়। হঠাৎ ২৮ মার্চ সকালে মায়ের গলা থেকে তিনটি সোনার মালা চুরির খবর এলাকাময় ছড়িয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ হাবভাব দেখে ওখানকার অর্জুন মাঝিকে সন্দেহ করে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ অর্জুনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। পুলিশের মারধোর খেয়ে অর্জুন মালা চুরির কথা স্বীকার করে এবং মন্দিরে ফুল বেলপাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখা তিনটি মালাই উদ্ধার হয়। তবে একটি মালার লকেট সে পাঁচশো টাকায় বিক্রী করে দিয়েছে বলে জানায়। অর্জুনকে এখনও নাকি পুলিশ হাজতে রাখা হয়েছে বলে খবর।

এস ইউ সি আই এর সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ মার্চ বেলা ২টায় এস ইউ সি আই এর ডাকে ভগীরথী লজে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে নিয়ে জরুরী ভিত্তিক এক সাধারণ সভা হয়ে গেল। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। তিনি বক্তব্যে বলেন, আমরা বিভিন্ন জেলায় ৬০ জন প্রার্থী দিয়েছি। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০ জন। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জী সব সময় অপকর্মের উপর ভর করে রাজনীতি করছেন। এটাই তাঁর চরিত্র। নির্বাচন হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রতিনিধি পাঠালে আমাদের সংগ্রাম জোরদার হবে। তবে আমরা একথা বলি না যে. সব কাজ করে দিতে পারবো। এছাড়াও কয়েকজন বক্তা তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ১৭৪ জনের কর্মীসভা শেষ করে পথ মিছিলের মাধ্যমে এস ইউ সি আই এর প্রার্থী নাসিরুদ্দিন মির্জাকে ভোট দেবার শ্লোগান তোলেন।

জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে সদ্যপ্রয়াত জেলার সাংবাদিক তুষার গোস্বামীর নামাঙ্কিত মঞ্চে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১৪ জন সাংবাদিক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটির সভাপতি দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী ছাড়াও ২০ জন সাংবাদিক বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মহকুমা স্তরে সাংবাদিক সংঘ গঠনের আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের অসুবিধা, সাংবাদিক নিগ্রহ এবং ছোট পত্রপত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপনের অপ্রতুলতা সম্পর্কে ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ ছিল অধিকাংশ আলোচকের মুখ্য বিষয়। পরিশেষে নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের নিয়ে আগামী দুই বৎসরের জন্য ২৭ জনের একটি কার্যকরী কমিটি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়।

সভাপতি : দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সহ সভাপতি : অনুপ ঘোষাল, কমল মজুমদার, শ্যামল দাস, জয়নুল আবেদিন, শান্তনু ঠাকুর, অমল রায় এবং পুলকেন্দু সিংহ। সম্পাদক : প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, সহ সম্পাদক : অপূর্ব সেন, বিপ্লব বিশ্বাস, আবুল কালাম ও আল্পনা রায় চৌধুরী। কোষাধ্যক্ষ : তাপস মুখার্জী।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad.
Pool Section

Notice

Some motor spare parts of D. M.'s Pool Garrage, Berhampore (Head-quarter) will be auctioned at 11.00 A M. on 06. 04. 2001 in the D. M.'s Pool Car Garrage, Berhampore on "As it is where it is" basis.

Terms and conditions :—

a) Minimum price fixed : Rs. 45000/- (Rupees forty five thousand) only!

b) Earnest Money : Rs. 1000/-(Rupees one thousand) only to be deposited before the starting of Auction in the Form of 'Bank Draft' in favour of D. M., Murshidabad.

c) Sale Tax/Income Tax/Professional Tax clearance certificates have to be produced before taking part in the Auction.

Sd/-
For District Magistrate, Murshidabad

Memo No. 180 (2) Inf./Msd. Dt. 23. 3. 2001

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নিবাচনে যে সমস্ত নির্বাচনী দ্রব্য/খাম মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য ক্রয় করা হয় তার জন্য এবারও টেন্ডার নোটীশ দেওয়া হয়েছে। এই টেন্ডার ১০/০৪/২০০১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত নির্বাচনী দ্রব্যের জন্য এবং ১১/০৪/২০০১ বেলা ৩টা পর্যন্ত খামের জন্য এ-ডি-এম (জি) সাহেবের ঘরে (ঘর নং ২১৭) রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে। ঐ দিনগুলিতেই তা বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে।

এ ব্যাপারে যাঁরা এই টেন্ডার জমা দিতে চান তাঁরা ইচ্ছা করলে জেলা নির্বাচন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিতে পারেন।

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ১১৯ (৪) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৪-৪-২০০১

বাদ পড়ছেন অন্যদিকে বিজেপির—চিত্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রেই ফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী। সংবাদ লেখা পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছু ঘোষণা হয়নি। কংগ্রেসের দুই প্রার্থীই এখন কোলকাতায় শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া অরঙ্গাবাদ ও ফরাক্কা কেন্দ্র কংগ্রেসের দখলেই থাকছে। সাগরদীঘিতে প্রার্থী তৃণমূলের রাজেশ ভকত। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী জানাচ্ছেন, কেন্দ্রের ১৩টি অঞ্চলের ও ১২টি মন্ডল (ব্লক) কমিটির মিলিত সিদ্ধান্তকেও রাজ্য নেতৃত্ব মানল না। সুতী বিধানসভার প্রার্থী পদ থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সুতী-২ ব্লকের কোষাধ্যক্ষ সমর দাসকে নাকি ওখানে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে।

নব সংযোজন সর্পোদ্যান (১ম পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও বিহার থেকে বহু পর্যটক এই দ্বীপে বেড়াতে বা বনভোজন করতে আসছেন।' রামপ্রসাদবাবু সাপ সম্বন্ধে মানুষের অমূলক ভীতি দূর করার লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি সপ্তাহে একদিন করে এখানে এসে সর্পবিষয়ে আগ্রহী যুবকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এই সর্পোদ্যানে কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, গোখরো, পাইথনসহ প্রায় ১৩টি প্রজাতির সাপ আনা হয়েছে। তার মধ্যে বেজির মতো দেখতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো সোনাগুড়ি সাপ দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এখানে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু রংবেরং-এর পাখীও রাখা হয়েছে। পাখী ও বিশেষ সাপের জন্য কাঁচের খাঁচা ছাড়াও সাধারণ সাপের জন্য কয়েকটি গভীর প্রশস্ত চৌবাচ্চা তৈরী করা হয়েছে। তবে বর্তমানে সর্পোদ্যানের জন্য যে ঘরটি তৈরী হয়েছে সেটির কিছু পরিবর্তনের কথা পুরপতিকে বলেন সর্প বিশেষজ্ঞ রামপ্রসাদ মিত্র। ডাঃ হাটী পুরপতির ভূয়সী প্রশংসা করে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জঙ্গিপুর পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নেবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া বর্তমানে পুরসভাতে সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধও আনা হয়েছে বলে তিনি জানান। সর্পোদ্যানে কত খরচ হলো প্রশ্নের উত্তরে পুরপতি বলেন, 'কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাই মোট খরচও এ মুহূর্তে বলা যাবে না।' তবে সর্পোদ্যান উদ্বোধনের দিন থেকেই প্রবেশ মূল্য মাথা পিছু তিন টাকা করায় পুরসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস কমিশনার বিকাশ নন্দ অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

কর্মীর দুর্নীতি পাশাপাশি (১ম পৃষ্ঠার পর)

এক বছর আগে ফোনের টাকা জমা দিয়েও এখন পর্যন্ত লাইন পাননি বলে অভিযোগ। যেখানে টেলি দপ্তর ডে-টু-ডে কানেকশন সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরো অভিযোগ সেকেন্দ্রা এক্সচেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত কর্মী টাকার বিনিময়ে সাধারণের সুবিধার্থে চালু ভি, পি, টি কানেকশন ওখানকার বুথ মালিকদের দেন বলে এলাকার গ্রাহকদের অভিযোগ। উল্লেখ্য, রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ীতে টেলিফোনের নতুন অফিসে গত জানুয়ারী ২০০১ থেকে গ্রাহক বিল জমা নেবার কথা দপ্তর ঘোষণা করলেও আজ পর্যন্ত তা চালু করতে না পারায় ডাকঘরে বিল জমা দিতে গ্রাহকদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। কর্মী স্বল্পতার কারণে ডাকঘর বিল জমা নেওয়ার চাপ সামলাতে অক্ষম বলে দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

ডাক্তার তাপস ঘোষ বদলী হলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক প্রদ্যুৎ ঘোষের স্ত্রী মারা যান। ফলে ভাঙ্গচুর চলে সংশ্লিষ্ট নার্সিং হোমে এবং কয়েকজন ডাক্তারের চেম্বারে। সে সময় ডাঃ ঘোষ বিশেষ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় গা ঢাকা দেন। হাসপাতালে রোগীদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারও সুবিদিত ছিল। এ ছাড়া স্ত্রীকে মারধোর ও সাংসারিক গন্ডগোলে তাঁকে কয়েকবার থানা হাজতেও থাকতে হয়।

জলকষ্ট শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করলে আদালত পুরসভাকে এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে বললেও পুরপতি সে ব্যাপারে কর্ণপাত করেননি বলে চিত্তবাবুর অভিযোগ। হাইকোর্টের আদেশের কপি তিনি জেলা শাসককেও পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনও নীরব।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।